সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 28 | No. 3 | 1985

Check for updates

অলঙ্কার-অন্বেষা

Volume	28
Issue	3
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	June 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i3.7
Pages	239-250
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

অলঙ্কার-অন্বেষা ।। নরেন বিশ্বাস ।। প্রকাশক : কালিকলম, ঢাকা ।।
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ১৪০, মূল্য : পনের টাকা

কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা ।। নরেন বিশ্বাস ।। প্রকাশক : বর্ণ বিচিত্রা, ঢাকা ।।
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৪, পৃষ্ঠা : ১০৭, মূল্য : ত্রিশ টাকা

প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে 'কাব্য' ও 'সাহিত্য' শব্দ দুটি একার্থক। সংস্কৃত-আলঙ্কারিকদের প্রজ্ঞাময় সাধনায় খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকেই শুরু হয়েছে কাব্যতত্ত্বের চর্চা। কাব্যের সংজ্ঞার্থ কি, তার আত্মা কোথায়, কাব্যের উদ্দেশ্যই বা কি—ইত্যাদি প্রসঙ্গ প্রাচ্য আলঙ্কারিকদের কাব্যতত্ত্ব-চর্চার সুমহান সাধনায় করেছে উদ্বুদ্ধ। প্রাচীন ভারতের মতো খ্রীস্টপূর্ব যুগেই গ্রীসেও শুরু হয়েছিল কাব্যতত্ত্বের আলোচনা। যদিও এ্যারিস্টটলের (খ্রী. পূ. ৩৮৪—খ্রী. পূ. ৩২২) 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থের অনেক পরে রচিত হয়েছে প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বের প্রথম গ্রন্থ ভরতের (চতুর্থ শতাব্দী) 'নাট্যশাস্ত্র'; তবু প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-শাস্ত্রে কোথাও নেই এ্যারিস্টটলের কোন প্রভাব।[1] সংস্কৃত-কাব্যশাস্ত্র প্রথম থেকেই বিকশিত হয়েছে নিজস্ব পথ ধরে। এ্যারিস্টটলের আলোচনায় যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে কাব্য-নির্মিতি প্রসঙ্গ, সেখানে প্রাচ্য অলঙ্কার-শাস্ত্রে সৌন্দর্যচেতনা।[2] তা সত্ত্বেও, ভারতীয় এবং গ্রীসীয় কাব্যতত্ত্বের মৌল-সাদৃশ্য আবিষ্কার মোটেই দুরূহ নয়। প্রাচ্যের আদি-আলঙ্কারিক ভরত থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথ (সপ্তদশ শতাব্দী) পর্যন্ত সকলেই আনন্দ-সৃজন এবং রস-নির্মিতিকে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করেছেন।[3] এ্যারিস্টটলের বিবেচনায়ও আনন্দই হচ্ছে কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য; তিনি বলেছেন, জীবনের অনুকরণ মূলত আনন্দেরই শৈল্পিক প্রতিভাস-

সৃজন। এ-প্রসঙ্গে এস. এইচ. বুচারের অভিমত এখানে স্মরণীয় :

> The other theory, tacitly no doubt held by many, but put into definite shape first by Aristotle, was that poetry is an emotional delight, it's end is to give pleasure.[8]

সংস্কৃত ভাষায় কাব্যতত্ত্বের আলোচনা খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকে শুরু হলেও, বাংলাভাষায় এ-সম্পর্কিত আলোচনা শুরু হয়েছে একান্তই আধুনিক কালে। ভারতীয় বঙ্গে অলঙ্কার-শাস্ত্র কিংবা কাব্যতত্ত্বের ওপর বাংলাভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও, আমাদের জানা মতে বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে এ-বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি।[৫] এ-ক্ষেত্রে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস পথিকৃতের দাবীদার। তাঁর 'অলঙ্কার-অন্বেষা' এবং 'কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা' শীর্ষক গ্রন্থ দুটি প্রাচ্য অলঙ্কার-শাস্ত্র এবং কাব্যতত্ত্ব আলোচনায় বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস; এবং এ-সূত্রেই উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

দুই. অলঙ্কার-অন্বেষা

২.০

কথা বলার সময় ভাষায় অলঙ্কার-প্রয়োগ মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। সৌন্দর্য-সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং কথাকে শ্রুতিমধুর করার উদ্দেশ্যেই ভাষায় ব্যবহৃত হয় অলঙ্কার। কবিও তাঁর রচনায় সৌন্দর্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেন বিচিত্র অলঙ্কাররাশি। কাব্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন অলঙ্কারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রাচীন ভারতে অলঙ্কারশাস্ত্র হিসেবে অভিধা পেয়েছে। অবশ্য সংস্কৃত-আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কারশাস্ত্রে কেবল অলঙ্কারই বিশ্লেষণ করেননি, বরং তাঁদের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে কাব্যতত্ত্ব-প্রসঙ্গ বা Poetics। প্রাচীন ভারতে কাব্যশাস্ত্র বা Poetics অলঙ্কারশাস্ত্র নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। অলঙ্কারশাস্ত্র মূলত কাব্যসৌন্দর্যবিজ্ঞান। সংস্কৃত 'অলম্' শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে এক অর্থ হচ্ছে 'ভূষণ'। সুতরাং বাক্যকে অলম্ বা ভূষণ করা হয় যা দ্বারা—তা-ই অলঙ্কার। অলঙ্কার শব্দের ব্যাপক অর্থ তাই সৌন্দর্য; সঙ্কীর্ণ অর্থ অনুপ্রাস-

উপমা-রূপক-সমাসোক্তি-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি। বাক্যের বা চরণের মধ্যে অলঙ্কার নয় কোন আরোপিত সৌন্দর্য ; সৌন্দর্য-সৃষ্টির লক্ষ্যে অলঙ্কারটি যদি বাক্যের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে যায়, তবেই অলঙ্কারের সার্থকতা। তবে রূপ যেহেতু রসের আধার, তাই অলঙ্কার শুধু সৌন্দর্যই নয়—ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতেও থাকে কার্যকর। বস্তুত অলঙ্কার যেখানে কাব্য-সৌন্দর্যের জনক, সেখানে তা কাব্যের শব্দার্থেরই অভিন্ন রূপ-মাত্র। অলঙ্কারের মূল উদ্দেশ্য কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা[৬], যদি বিশেষ একটি অলঙ্কার-প্রয়োগে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি না পেল, সৃষ্টি হলো না এতটুকু লাবণ্য—তাহলে ঐ অলঙ্কার-নির্মাণে কবির কোন সার্থকতা নেই। এ-প্রসঙ্গে Croce-এর মন্তব্য স্মরণীয় :

> One can ask oneself how an ornament can be joined to expression. Externally ? In that case, either it must always remain separate. Internally ? In that case, either it does not assist expression and mars it; or it does from part of it and is not ornament, but a constituent element of expression, indistinguishable from the whole.[৭]

চর্যাপদের যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবু এ-তথ্য বিস্ময়কর যে, বাংলাভাষায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ এ-যাবৎ অতি অল্প সংখ্যকই রচিত হয়েছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কারশাস্ত্র-বিষয়ক অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর অধিকাংশই পূর্বসূরির সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি-মাত্র—তাতে নেই কোন মৌলিকতা কিংবা নতুন চিন্তা ও চেতনার সন্নিপাত। বাংলাভাষায় অলঙ্কারশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলোর অনুসরণ-অনুকরণে রচিত হয়েছে। ফলতঃ প্রায় সবগুলো অলঙ্কার-গ্রন্থই বৈদিক বা সংস্কৃতের মৈনাক-ভারে আক্রান্ত।

প্রাচীন ভারতের আলঙ্কারিক আচার্যগণের সাধনার ফল আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছি। বর্তমান কালে অলঙ্কার-শাস্ত্রের ওপর

এমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি, যা পূর্বসূরির আলোচনার ধারাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ মৌলিকত্বের দাবী করতে পারে; এবং তার অবকাশও আছে কিনা, তা বিবেচ্য। নরেন বিশ্বাসের 'অলঙ্কার-অন্বেষা'ও নয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের ওপর লেখা কোন মৌলিক গ্রন্থ, এবং লেখক এমন কথা কোথাও দাবীও করেননি।[৮] তবু কতগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তাঁর গ্রন্থটি বাংলাভাষায় রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থগুলোর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।

নরেন বিশ্বাসের 'অলঙ্কার-অন্বেষা' পূর্বসূরি অলঙ্কারিকদের রচনার সরাসরি অনুসরণ নয়; বরং গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে এখানে আছে তাঁর আধুনিক চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ, বিবেচনার ক্ষেত্রে আছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, আছে নতুন বিন্যাসরীতি। লেখক অলঙ্কারের আলোচনা এবং উদাহরণ দিতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষার প্রাঞ্জল অনুবাদ সংযোজন করেছেন, যা বাংলাভাষায় রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থগুলোয় এক বিরলদৃষ্ট ঘটনা। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-ভারতচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে উদ্ধৃত হলেও, অলঙ্কারের উদাহরণ দিতে গিয়ে পূর্বসূরিরা যেখানে সংস্কৃত কাব্য থেকেই অধিকাংশ উদ্ধৃতি আহরণ করেছেন; সেখানে নরেন বিশ্বাস যেমন সংস্কৃত কাব্য থেকে, তেমনি চর্যাপদ হতে শুরু করে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কবিতার অঙ্গন থেকে অলঙ্কারের উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। অলঙ্কারের উদাহরণ সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে লেখকের পঠন-পাঠনের বিস্তৃতি এবং সহৃদয় সংবেদনার স্বাক্ষর উজ্জ্বল। অলঙ্কারের উদাহরণে এ-গ্রন্থে কথাসাহিত্য থেকেও উজ্জ্বল এলাকা উদ্ধৃত হয়েছে। উদ্ধৃতি অনুসন্ধানে তিনি বাংলাভাষার প্রধান কবিদের রচনার মধ্যেই কেবল বিচরণ করেননি, বরং অপেক্ষাকৃত কম-পঠিত কবিদের রচনায় দীপ্র এলাকা যেখানে পেয়েছেন, তাও তুলে এনেছেন। অলঙ্কারের মূল-সূত্ররাশি তিনি সহজভাবে উপস্থাপনে প্রথম থেকেই সচেষ্ট থেকেছেন; তবে কখনো কখনো অতি সরলী-করণ প্রক্রিয়া যে আপাত-জটিলতারও কারণ হয়েছে, এমন কথা অস্বীকার করা যায় না। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, এ-দেশে অলঙ্কার-চর্চার ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসেবে 'অলঙ্কার অন্বেষা' ছাত্র-ছাত্রী এবং পণ্ডিতজন—সকলের কাছেই সমাদৃত হবে।

২.১

'অলঙ্কার-অন্বেষা' বিন্যস্ত হয়েছে মোট তিনটি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'অলঙ্কার : উৎস ও ক্রমবিকাশ'। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় যথাক্রমে 'শব্দালঙ্কার' ও 'অর্থালঙ্কার'। 'অলঙ্কার : উৎস ও ক্রমবিকাশ' শীর্ষক অধ্যায় আমাদের বিবেচনায় 'অলঙ্কার-অন্বেষা'র সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা। আলঙ্কারিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে নরেন বিশ্বাস এখানে অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্পর্কিত ভারতীয় মনীষার প্রধান রচনাগুলো বিবেচনা করেছেন—নির্দেশে করেছেন অলঙ্কার আলোচনায় পূর্বসুরি আলঙ্কারিকদের অবদানের স্বরূপ। সংক্ষিপ্ত হলেও এ-অধ্যায়ে অলঙ্কারশাস্ত্র-চর্চার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা উপস্থাপনে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতির মতো ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রও অতি প্রাচীন। অলঙ্কার-শাস্ত্র-বিষয়ক যে-সব গ্রন্থ আজ-অবধি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থটির[৭] রচনাকাল চতুর্থ শতাব্দী। এরপর বর্তমান কাল-পর্যন্ত সময়-পরিসরে অলঙ্কার-শাস্ত্রের ওপর অনেকগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে। লেখক এ-সব গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে অলঙ্কার-শাস্ত্রের উৎস এবং ক্রমবিকাশরেখা উপস্থাপনে ইতিহাস-নিষ্ঠা, নিজস্ব বিবেচনাবোধ এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ', ভামহের 'কাব্যালঙ্কার', রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা', কুন্তকের 'বক্রোক্তি জীবিত', অভিনব গুপ্তের 'লোচন', বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পণ', জগন্নাথের 'রস-গঙ্গাধর'—পূর্বসুরিদের এ-সব গ্রন্থ বিবেচনায় অলঙ্কার-শাস্ত্রে লেখকের গভীর অভিনিবেশের স্বাক্ষর বর্তমান। অলঙ্কার-শাস্ত্রের ইতিহাসের গভীরে অবগাহন, অভিনিবেশের বিস্তৃতি এবং শ্রমশীলতার অঙ্গীকারে 'অলঙ্কার : উৎস ও ক্রমবিকাশ' আলোচ্য গ্রন্থের একটি তাৎপর্যপূর্ন অধ্যায়—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি এবং পুনরুক্ত-বদাভাস—এই পাঁচটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করে শব্দালঙ্কার সম্পর্কে লেখক তাঁর আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক প্রথাগত ভাবেই অর্থালঙ্কারকে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার, বিরোধমূলক অলঙ্কার, শৃঙ্খলামূলক

অলঙ্কার, ন্যায়মূলক অলঙ্কার এবং গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলঙ্কার—এই পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। তিনি সহজভাবে অলঙ্কার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন এবং এ-ক্ষেত্রে পূর্বসূরির আলোচনাকে সর্বদা স্মরণে রেখেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কারের ব্যাখ্যায় যে-সব উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন, তাও তিনি বিবেচনা করেছেন সতর্কতার সঙ্গে। এই বিবেচনা করতে গিয়েই শ্যামাপদ চক্রবর্তী 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'য় নিশ্চয় অলঙ্কারের যে ভুল উদাহরণ দিয়েছেন, তা তিনি নির্দেশ করেছেন।[১০]

শ্যামাপদ চক্রবর্তী এবং বাংলাভাষার অন্যান্য আলঙ্কারিক তাঁদের গ্রন্থে তুল্যযোগিতা, দীপক, সহোক্তি, অনন্বয়, শ্লেষ (অর্থ), পরিবৃত্তি, সমাধি, ভাবিক, পর্যায়, সামান্য, অনুকূল, মালাদীপক, সূক্ষ্ম, ব্যাজোক্তি, অধিক, অনুমান, অন্যোন্য, সমুচ্চয় প্রভৃতি অর্থালঙ্কারকে 'আরও কয়েকটি অলঙ্কার' বা 'বিশেষ কিছু অলঙ্কার' প্রভৃতি শিরোনামে বিন্যস্ত করেছেন। কিন্তু নরেন বিশ্বাস এগুলোকে অর্থালঙ্কারের প্রধান পাঁচটি শাখার মধ্যেই বিন্যস্ত করেছেন এবং এ-সম্পর্কে তাঁর বিবেচনাও যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন।

২.২

মানুষের শিক্ষা, রুচি, অভীপ্সা এবং প্রকাশভঙ্গির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের অলঙ্কারও বিবর্তিত হতে থাকে বিচিত্রভাবে। সভ্যতার বিবর্তনে মানুষের চিন্তা-চেতনা ব্যক্তি থেকে জাতিতে, জাতি থেকে সমগ্র বিশ্বে হয়েছে পরিব্যাপ্ত; ফলে একালের অলঙ্কার প্রাচীন কালের অলঙ্কারের মতো বস্তুধর্মী নয়, বরং ব্যঞ্জনাপ্রধান। কিন্তু 'অলঙ্কার-অন্বেষা'য় অলঙ্কারের বিবর্তনরেখা আঁকতে গিয়ে এ-বিষয়ে লেখকের মনোযোগ যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে আকৃষ্ট হয়নি।

আমাদের অলঙ্কার পরিভাষায় নেই, এমন বেশ কিছু পাশ্চাত্য অলঙ্কারের[১১] প্রয়োগ আধুনিক বাংলাকাব্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া, পাশ্চাত্য অলঙ্কারের প্রভাবে আমাদের অলঙ্কারেও এসেছে নতুন মাত্রা।

এই সূত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অলঙ্কারের একটি তুলনামূলক বিবেচনা উপস্থিত হলে গ্রন্থটির তাৎপর্য আরো বৃদ্ধি পেত। অলঙ্কার-আলোচনায় লেখক সঙ্কর এবং সংসৃষ্টি অলঙ্কার বাদ দিয়েছেন, যা গ্রন্থটির পূর্ণতা প্রাপ্তিতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রকে সামগ্রিক আয়তনে বিন্যস্ত করে তার সমাজ-নন্দনতাত্ত্বিক চারিত্র বিশ্লেষিত হলে 'অলঙ্কার-অন্বেষা'য় সংযোজিত হতে পারতো নতুন মাত্রা।

তিন. কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা

৩.০

'অলঙ্কার-অন্বেষা'র মতো 'কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা'ও নয় প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক কোনো মৌলিক গ্রন্থ। 'কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা'য় লেখক মূলত কাব্য-সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ এবং কাব্য-রস সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকদের আলোচনা সংকলিত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, পূর্বসুরিদের কাব্যভাবনা মূল্যায়নে নরেন বিশ্বাসের বিশ্লেষণ নিজস্ব বিবেচনাবোধের স্বাক্ষরবাহী। বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে লেখক সংস্কৃতের কাব্য-সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন সাহিত্য-আস্বাদন এবং কাব্য-সৌন্দর্য বিশ্লেষণের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রেখে। কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক সংস্কৃতের নীরস সূত্রগুলো লেখকের বিন্যাস-কৌশল এবং ভাষার প্রাঞ্জলতায় সহজেই সক্ষম হবে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে। প্রাচ্য নন্দনতত্ত্বের দুরূহ সূত্রগুলো আলোচনায় তাত্ত্বিকের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এ-গ্রন্থে প্রায়শঃই উৎসারিত হয়েছে একজন সংবেদনশীল কাব্য-সমালোচকের আন্তরিক হৃদয়াবেগ। বাংলাভাষায় রচিত কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক অন্য গ্রন্থগুলোর মতো (এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্য-জিজ্ঞাসা') 'কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা' বৈদিক-গাম্ভীর্য আর পরিভাষা-কন্টকিত নয়। 'অলঙ্কার অন্বেষা'র মতো 'কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা'ও এ-দেশে কাব্যতত্ত্ব-চর্চায় প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী এবং পণ্ডিতজন—সকলের কাছেই সমাদৃত হবে।

৩.১.

'কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা' বিন্যস্ত হয়েছে মোট চারটি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'কাব্যসাহিত্যের সংজ্ঞার্থ'। সেই ভরতের সময় থেকেই কাব্য বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে মতভেদের শেষ নেই। প্রথম অধ্যায়ে লেখক প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত খ্যাতনামা কাব্যতাত্ত্বিকদের সাহিত্যভাবনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করেছেন। এই অধ্যায়টি লেখকের ইতিহাসচেতনা, অভিনিবেশের বিস্তৃতি, শ্রমশীলতা এবং নিজস্ব বিবেচনাবোধের পরিচয়বাহী। কালানুক্রমিক ভাবে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় আলঙ্কারিকদের কাব্য-ভাবনাই শুধু উপস্থিত করেননি, বরং এখানে আছে বিষয়ের প্রতি তাঁর অতলান্ত অর্ন্তদৃষ্টির স্বাক্ষর। অধ্যায়ের সমাপ্তিতে, অতি সংক্ষিপ্ত হলেও, পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের প্রভাবে উনিশ শতকে এসে বাঙালি সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের শিল্প-চেতনায় যে-রূপান্তর ঘটলো, তার পরিচয় লেখক তুলে ধরেছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও, কাব্যতত্ত্ব-চর্চার একটা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে বলে, প্রথম অধ্যায়টি 'কাব্যতত্ত্ব অন্বেষা'র তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিবেচ্য বিষয় 'কাব্যের আত্মা: অলঙ্কার, রীতি, বক্রোক্তি ও ধ্বনি-প্রসঙ্গ'। প্রাচ্য কাব্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে কাব্যের আত্মা কি—তা নিয়ে রয়েছে দীর্ঘদিনের বিতর্ক। এই অধ্যায়ে লেখক কাব্যের আত্মা-নির্ণয়ে অলঙ্কার, রীতি, বক্রোক্তি এবং ধ্বনিবাদীদের অভিমত উপস্থিত করেছেন এবং তুলে ধরেছেন এ-সম্পর্কে নিজস্ব বিবেচনা। কাব্যের আত্মা-নির্ণয়ে কুন্তকের (চতুর্দশ শতাব্দী) সমগ্রতাস্পর্শী চৈতন্য-সৃজিত বক্রোক্তিবাদ লেখককে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। এ-পর্যন্ত উপেক্ষিত কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন এবং কুন্তককে অভিহিত করেছেন একজন প্রজ্ঞা-পরিচালিত ব্যতিক্রমী আলঙ্কারিক হিসেবে। কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ বিশ্লেষণে লেখকের মন্তব্য অনুভবসঞ্চারী:

> তিনি (কুন্তক) সমগ্র গ্রন্থে (বক্রোক্তি জীবিত) এ-সত্য প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন যে, বক্রতা কেবল কাব্যের বিশেষ কোন

অংশকে নির্ভর ক'রে নির্মিত হয় না, সমগ্র রচনায় (প্রবন্ধ-নাটকেও) প্রকীর্ণ থাকে। কুন্তক তাঁর সর্বগ্রাহী বক্রোক্তির ব্যাখ্যায় যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, তা সাম্প্রতিক কালেরও পরম বিস্ময়ের বিষয়। কালাতিক্রমী প্রজ্ঞার অধিকারী এই অসামান্য পণ্ডিত এ-সত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, "কাব্যের প্রকৃত সিদ্ধি কথায়, রচনায় বা উক্তিতে।" কুন্তকের বিবেচনায় কাব্যের চমৎকারিত্বের জন্যেই বক্রোক্তি আবশ্যিক, আর এ বক্রোক্তিতে যেহেতু রয়েছে বৈচিত্র্য (নোতুনত্ব) সম্পাদনের অনিবার্য শর্ত, সেজন্যে কাব্যের পালা-বদলে, নোতুন যুগের কবিতা নির্মাণেও কুন্তক-প্রবর্তিত 'বক্রোক্তিবাদ' এক উদার প্রশ্রয়ের অফুরন্ত অনুপ্রেরণাভূমি।[১২]

তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যথাক্রমে 'রস' এবং 'রসের শ্রেণীকরণ ও উদাহরণ'। প্রাচ্য কাব্যতাত্ত্বিকেরা রসের স্বরূপ ব্যাখায় যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, তৃতীয় অধ্যায়ে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্য থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে লেখক নয় প্রকার রসের আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা একান্তই প্রথাগত, কিন্তু সারল্য ও প্রাঞ্জলতায় স্বতন্ত্র।

৩.২

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নন্দনতাত্ত্বিক-চেতনাও বিবর্তিত হয়। প্রত্যেক যুগেরই শিল্প-বিচার এবং শিল্প-আস্বাদনের ক্ষেত্র রয়েছে মৌলিক বৈশিষ্ট্য, কেননা "Our attitude towards artistic beauty also changes from era to era".[১৩] কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক-চেতনার বিবর্তন-রেখা যথাযথ আয়তন নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়নি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্বের মধ্যে যে-বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়, তা এ-গ্রন্থে আদৌ আলোচিত হয়নি। অবশ্য লেখকের আলোচনার পরিধি এতদূর বিস্তৃত ছিল না। তবু কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের তুলনামূলক বিবেচনা সংযোজিত না হলে,

সে-আলোচনা পূর্ণতা পায় কি? আমাদের ধারণায়, পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের রসের সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের একটা তুলনামূলক বিবেচনা লিপিবদ্ধ হলে গ্রন্থটি অর্জন করতে পারতো স্বতন্ত্র-চারিত্র।

'অলঙ্কার-অন্বেষা'য় যেমনটি দেখা গেছে, উদাহরণ দিতে গিয়ে চর্যাপদ হতে শুরু করে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কবিতা থেকে উদ্ধৃতি চয়ন করা হয়েছে, তা 'কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা'য় অনুসৃত হয়নি। রসের আলোচনায় বাংলাদেশের কবিদের দীপ্র এলাকা উদ্ধৃত হলে, গ্রন্থটি নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত হতে পারতো।

চার

নরেন বিশ্বাসের উপর্যুক্ত গ্রন্থ দু'টো পাঠ করলে এ'কথা সহজেই মনে হবে যে, প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর রয়েছে আবেগময় প্রগাঢ় প্রীতির সম্পর্ক। মূলতঃ ছাত্রদের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থ দু'টো রচিত হয়েছে, এবং এ-ক্ষেত্রে লেখকের সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। দু'একটি প্রসঙ্গের[১৪] কথা বাদ দিলে, এ-কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, নরেন বিশ্বাসের গ্রন্থ দু'টো সুপরিকল্পিত, সুলিখিত এবং শ্রমশীলতার অঙ্গীকারে সুবিন্যস্ত। 'অলঙ্কার-অন্বেষা' এবং 'কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা' প্রাচ্য কাব্যতাত্ত্বিকদের প্রজ্ঞার বিভূতি উপলব্ধিতে আগ্রহী পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তথ্যনির্দেশ

১ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : বাংলা সমালোচনা পরিচয়, ১৩৭৬, কলিকাতা, পৃ. ১

২ এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের বিশ্লেষণ এ-রকম :

আত্মানুসন্ধিৎসা যেহেতু ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের মৌল-বৈশিষ্ট্য, সে-জন্যেই হয়তো কাব্যের মূল অন্বেষায় তাঁরা কাব্যের শরীরে

সজ্জিত কাব্যের আত্মাকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারের চেয়ে অন্তরঙ্গ বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ এ-দেশের কাব্যতত্ত্বে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে।

—দ্রষ্টব্য: 'কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা', পৃ. ৬

৩ সাহিত্যের মুখ্য-উদ্দেশ্য যে রস-সৃষ্টি, সে-সম্পর্কে আচার্য ভরতের বিবেচনা এখানে স্মরণীয়:

যথা বীজাদ ভবেদবৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥
(নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়)

——অর্থাৎ বীজ হতে যেমন গাছ হয় এবং গাছ হতে ফুল ও ফল, তেমনি রসবীজ হতেই কাব্য এবং এ-কাব্যের ফুল ফল (ভাব, রীতি, অলঙ্কার ইত্যাদি) এই রসেরই প্রকাশ। উদ্ধৃত: কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা, পৃ. ৫

৪ S. H. Butcher : *Aristotle's Theory of Poetry and Fine-Arts*. 4th edition 1911, MacMillan Co., London, p. 215

৫ অধ্যাপক প্রণব চৌধুরী রচিত 'রসতত্ত্ব' শীর্ষক একটি গ্রন্থ ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৯ সালে। কিন্তু গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ নয় এবং একান্তই নোট-ধর্মী।

৬ এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় বামনের সেই বিখ্যাত উক্তি: 'সৌন্দর্য্যম অলঙ্কারঃ'।

৭ Benedetto Croce : *Aesthetics*, 1902 ; Translated by Douglas Ainslie, 1909, MacMillan Co., London. Chap. IX. p. 73

৮ এ-প্রসঙ্গে লেখকের বিনয়ী ভাষ্য:

'অলঙ্কার-অন্বেষা' প্রাচীন পণ্ডিতদের বিচারের 'সপ্তম বেদাঙ্গ'ও নয়, কিংবা সংস্কৃত ভাষার খ্যাতিমান মনীষীদের উচ্চাঙ্গের গবেষণা-সমৃদ্ধ কোন অনুপম কাব্যসৌন্দর্য-বিজ্ঞানও নয়, অথবা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোনো কাব্যতত্ত্বও নয়।

এটি মূলতঃ একজন সহৃদয় কাব্য-পাঠকের সংবেদনশীল কাব্য-বিচারের প্রচেষ্টা মাত্র।

—দ্রষ্টব্য: অলঙ্কার-অন্বেষা, গ্রন্থ-প্রবেশ অংশ, পৃ. ১১-১২

৯ ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'ই এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ।

১০ দ্রষ্টব্য: অলঙ্কার-অন্বেষা, পৃ. [illegible]-৮২

১১ পাশ্চাত্য অলঙ্কার সম্পর্কে অতি-সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে শ্যামাপদ চক্রবর্তীর 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা' গ্রন্থে। দ্রষ্টব্য: অলঙ্কার-চন্দ্রিকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮০, কলিকাতা, পৃ. ২২৫-৩৮

১২ দ্রষ্টব্য: কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা, পৃ. ৩৮-৫৯, ৪৫

১৩ Bernard S. Myers: *Understanding the Arts*, revised edition 1958, U. S. A., p. 11

১৪ অন্তত দুটি প্রসঙ্গের কথা এখানে বলা প্রয়োজন:

ক. 'অলঙ্কার-অন্বেষা'র ৫ম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'যুধিষ্ঠির' নামের মধ্যে উপমা নিহিত। কিন্তু প্রকৃতই কি 'যুধিষ্ঠির' নামের মধ্যে উপমার অস্তিত্ব আছে?

খ. 'কাব্যতত্ত্ব-অন্বেষা'র ২৬ পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে "গোকুলচন্দ্র নাগ সম্পাদিত কল্লোল পত্রিকা"-র প্রসঙ্গ। কিন্তু গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সহকারী সম্পাদক; সম্পাদক ছিলেন দিনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১)।

—নিশ্চয়ই পরবর্তী সংস্করণে অনবধানবশত এ-ভ্রম সংশোধিত হবে।

বিশ্বজিৎ ঘোষ